দৈনিক সংবাদ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 11 FEB 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 5 ...

শ্রীনগরের প্রাথমিক শিক্ষা সঙ্কটের সম্মুখীন।। লেখাপড়া বিঘ্নিত

।। রফিক চৌধুরী ।।

শ্রীনগর, ৯ই ফেব্রুয়ারী।--- শ্রীনগর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা সঙ্কটের সম্মুখীন। উপজেলার ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাব, জরাজীর্ণ আসবাবপত্র, শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব, পানীয় জলের সংকট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, বিনামূল্যে বই বিতরণে জটিলতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, খাতাপত্র, পেন্সিল ও কাগজের দুর্মূল্য--এসব মিলিয়ে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এ দৈন্য-দশায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবক মহল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন।

উপজেলার শিক্ষা দফতরের নথি-পত্রের হিসেব মতে '৮৬-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপজেলার ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হলো ২৪,৫৯০ এবং কার্যরত শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩৬২ জন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলার প্রায় বিদ্যালয়গুলোতেই এবার ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীর ভিড় অন্যান্য বারের চেয়ে খুব বেশী। কিন্তু শিক্ষকরা ভর্তি করতে পারছেন না। এর কারণ স্থান সংকট এবং শিক্ষকের সংখ্যা কম।

ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ শ্রীনগর সদরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে সবচেয়ে বেশী। এমনিতেই এ বিদ্যালয়টিতে ১ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানাভাবে প্রধান শিক্ষক তার অফিস কক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তাছাড়া এ বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যাও কম। যার ফলে এবার এ বিদ্যালয়ে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না।

একই অবস্থা উপজেলার পাটাভোগ ইউনিয়নের বাসাইল ভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ের অতি পুরাতন জরাজীর্ণ তিন রুমের দালানটি শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমানে 'মরণ ফাঁদ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। দালানের সরাসরি মাঝখান দিয়ে যে মারাত্মক ফাটল ধরেছে তাতে যে কোন সময় তা ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ভীড় একেবারেই নেই উপজেলার বাড়ৈখালী ইউনিয়নের পূর্ব বাড়ৈখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে। কারণ, এ বিদ্যালয়ের কোন গৃহই নেই। গত বছর ঝড়ে বিদ্যালয়ের গৃহটি সম্পূর্ণরূপে উড়ে গিয়েছে। অদ্যাবধি গৃহটি পুনঃনির্মাণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রায় এক বছর যাবৎ ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের নীচে ক্লাস করছে। এ বিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র ছাত্রী ভর্তির প্রশ্নই উঠে না বরং পুরনো ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই দিন দিন কমে যাচ্ছে।

বিদ্যালয় গৃহটি পুনঃনির্মাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বহু লেখালেখি ও ব্যক্তিগতভাবে ধারণা দিয়েও কোন সুফল হচ্ছে না। এ কথা জানান বাড়ৈখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বজলুর রহমান।

ফেব্রুয়ারী মাস চলছে, কিন্তু শ্রীনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় চলতি শিক্ষা বছরের বিনা মূল্যের কোন পাঠ্য-পুস্তক এখনো পায়নি।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায় যে, যথাসময়ে এ দপ্তর থেকে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদার প্রকৃত সংখ্যা ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরে জানানো হলেও চাহিদা অনুযায়ী পরিদপ্তর থেকে বই এসেছে কম। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বই বিতরণে সংকটে পড়েছেন।